প্রথম আলো

তারিখ 15 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিদ্যালয়ে চলছে তিতাস থানা

লাশ আর পুলিশ দেখে সন্ত্রস্ত শিক্ষার্থীরা

গাজীউল হক সোহাগ ● কুমিল্লা

কুমিল্লার তিতাস উপজেলার ৩৪ নম্বর গাজীপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার বছর ধরে চলছে তিতাস থানার কার্যক্রম। সেখানকার ৪৪৪ জন শিক্ষার্থী প্রায়ই থানায় আনা লাশ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নতুন করে সেখানে থানা কমিউনিটি পুলিশের সাইনবোর্ডও ঝোলানো হয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবনের কাজ শেষ করে। ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর ভবনটি উদ্বোধন করা হয়। এর পর থেকেই সেখানে থানার কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে ওই ভবনটির দ্বিতীয় তলায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) অফিস কক্ষ ও ব্যারাক এবং তৃতীয় তলায় ব্যারাক। নিচতলা ফাঁকা রেখে বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের কথা থাকলেও সেখানে পুলিশের জন্য রান্নাঘর ও খাবার ঘর বানানো হয়েছে। আর দুটি ভবনের একটিতে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলে; অন্য ভবনটির নিচতলায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চললেও ছাদের ওপর টিনশেডের কক্ষে বসবাস করছেন থানার ওসি।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, পুলিশ দেখলে ভয় লাগে। প্রতিদিনই একজন পুলিশকে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা।

প্রধান শিক্ষক আক্তার হোসেন বলেন, 'একাডেমিক ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার আগেই তিতাস থানার কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা লাশ আর পুলিশ দেখে প্রায়ই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।'

উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মিরাজুল আশেকিন বলেন, 'উপজেলা পরিষদের সভায় বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু থানার জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না—এ অজুহাতে এখন পর্যন্ত বিদ্যালয়েই থানার কার্যক্রম চলছে।'

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. হুমায়েদ উল্লাহ খান বলেন, 'পুলিশ দেখলেই বাচ্চারা ভয় পায়। আর সরকার সেখানে থানা বসিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের করার কিছু নেই।'

তিতাস থানার ওসি নিয়াজ মোহাম্মদ বলেন, 'থানার জন্য জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বিদ্যালয়েই থানার কাজ চলছে। আমাকে বিদ্যালয়েই থাকতে হচ্ছে।'

পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, 'থানার জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি, শিগগিরই এর একটা সুরাহা হবে।'

জেলা প্রশাসক মো. মনজুরুর রহমান বলেন, 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থানার কার্যক্রম চলতে পারে না। সেখান থেকে থানাটি সরানোর জন্য জমি খোঁজা হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে আমারও খুব খারাপ লেগেছে।'

তিতাস উপজেলার গাজীপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনে চলছে থানার কার্যক্রম ● আলোকচিত্রী, কুমিল্লা